ভিন গ্রহের বন্ধু

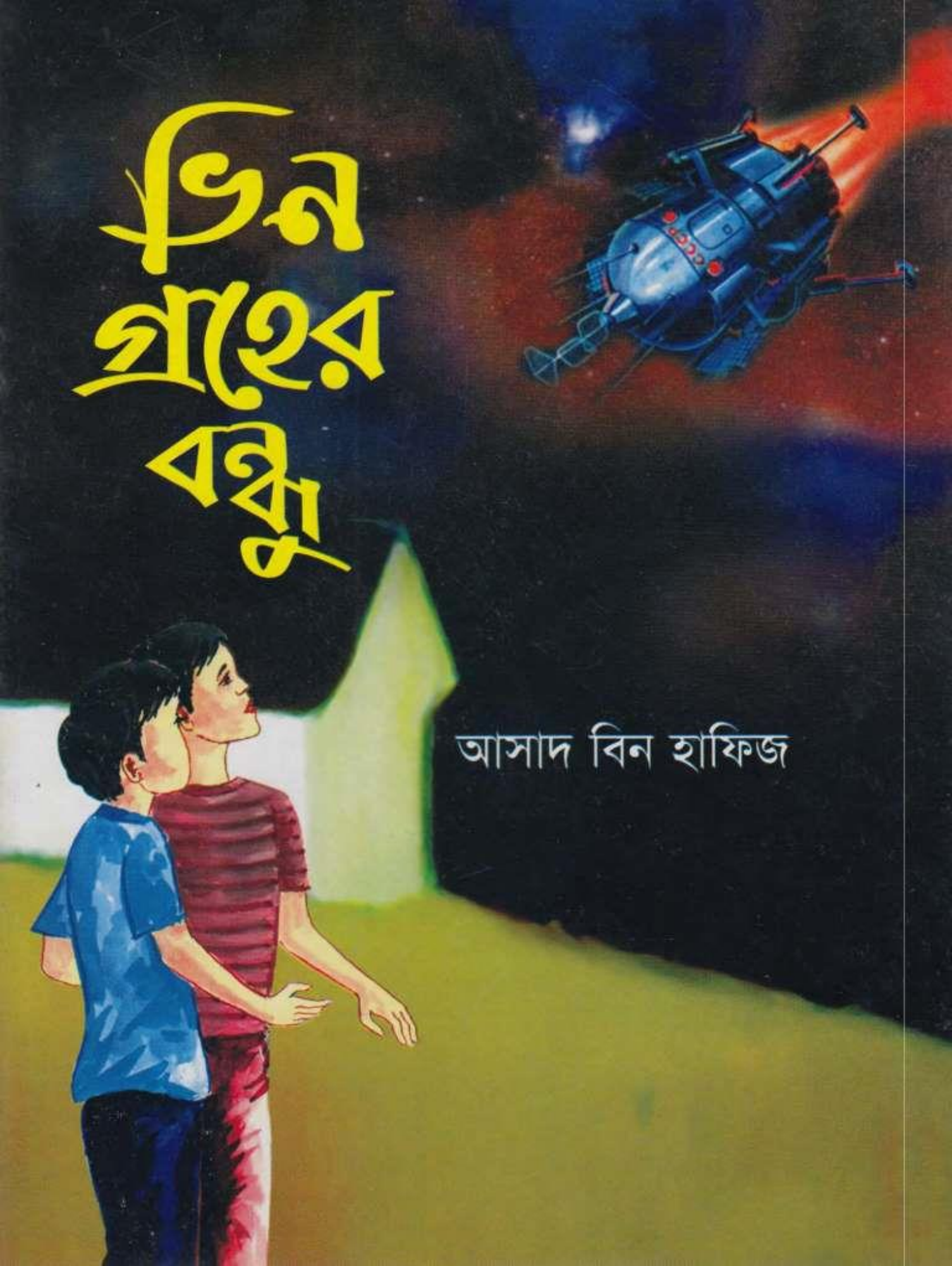

আসাদ বিন হাফিজ

ভিন গ্রহের বন্ধু

আসাদ বিন হাফিজ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩৬৯ (শিশু-৪)

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ
আহমদ শামিল
যে প্রতিদিন আমার কাছে
গল্প শোনার বায়না ধরে

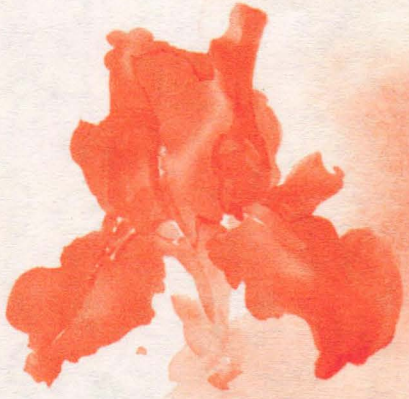

www.pathagar.com

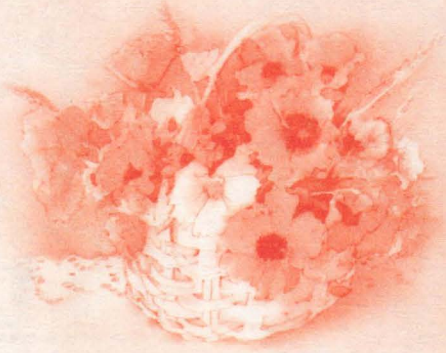

সূচীপত্র

ভিন গ্রহের বন্ধু—৫
অলৌকিক বাদশাহ—১৮

www.pathagar.com

ভিন গ্রহের বন্ধু

সামনেই পরীক্ষা। বই নিয়ে বসে আছে মিতু আর মিঠু। পাশের মসজিদে আযান হচ্ছে। মিতু ও মিঠু উঠে নামায পড়তে চলে গেলো। নামায সেরে আবার এসে পড়তে বসলো ওরা। আম্মা বললেন, খেয়ে নাও।

খেয়েই আবার পড়ায় বসে গেল ভাই-বোন। পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেলো। ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এলো দু'জনের। মিতু বলল, আয় চা খেয়ে নেই মিঠু।

তখন টেবিলের ওপর তারা হাতের বই উল্টে রাখলো। মিতু ফ্লাক্স থেকে দু'কাপ চা ঢাললো দু'জনের জন্য। এ সময় একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পেলো মিঠু।

কোত্থেকে এমন শব্দ আসছে শোনার জন্য মিঠু উৎকর্ণ হলে মিতু বলে, কিরে, কী ?

কি জানি ! ওই শোন কেমন শোঁ শোঁ একটা শব্দ হচ্ছে না ?

হ্যাঁ তাইতো!

অবাক হয় মিতু মিঠু দু'জনেই। শব্দটা কেমন মিষ্টি আর রহস্যময়। তারা বুঝতে পারে, ছ মিলের শব্দ নয় ওটা, রাইস মিলেরও নয়। এত রাতে এ ছোট্ট শহরে আর কোনো শব্দ তো হবার কথা নয়!

তাদের এতদিনের চেনা শহরটি তো রোজ এশার নামাযের 'পর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে কেমন নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার মৃদু গান এ সময় তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে আসে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যায় জোনাকি পোকার ডুব সাঁতার। তবে কিসের শব্দ ?

চা খেতে খেতে তারা শুনলো শব্দটা আরো স্পষ্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে শব্দটা যেন ভীষণ গর্জনে এগিয়ে আসছে কাছে। মিতু মিঠু দু'জনেই যেন কিছুটা ভয় পেলো।

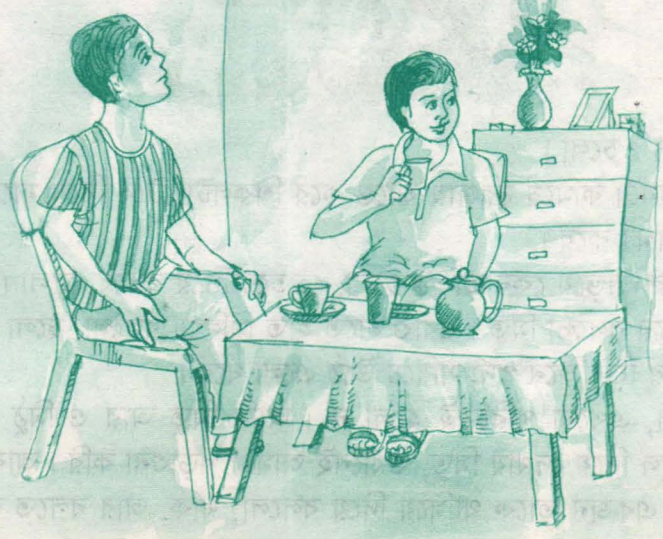

www.pathagar.com

বাড়িতে এখন আর একটি প্রাণীও জেগে নেই। হয়তো পাহারাদাররা ছাড়া এ শহরের সবাই ঘুমিয়ে আছে এখন।

ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ওরা। আরে, অবাক কাণ্ড! বাড়ির সামনের মাঠটাতে এক টুকরো আলো জ্বলছে। আলোটা কেমন মিষ্টি আর সবুজ রঙের।

অভিভূত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো দু'জন। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তারা দেখলো সেই মজার কাণ্ডটি। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সেই আলোর ভেতর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দেখতে ফুটফুটে, অপরূপ সুন্দর চেহারা। বয়স মিতু-মিঠুদের চাইতে খুব বেশী হবার কথা নয়। মাঠ থেকে হাতের ইশারায় তারা ডাকছে মিতুদের। এখন আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারদিকে জোনাকি পোকার স্নিগ্ধ আলো। মাঠের বুকে সেই সবুজ জ্যোতি আর ওদের মিষ্টি হাসি তাদের মন থেকে সব ভয় ভীতি ধুয়ে দিল। মিতু বলল, চল।

যাবি ?

কিছুটা ভীতি বুকে নিয়ে জানতে চাইলো মিঠু।

কেন, ভয় পাচ্ছিস ? ভয় কী, দেখছিস না ওরা আমাদের সমান বয়সী।

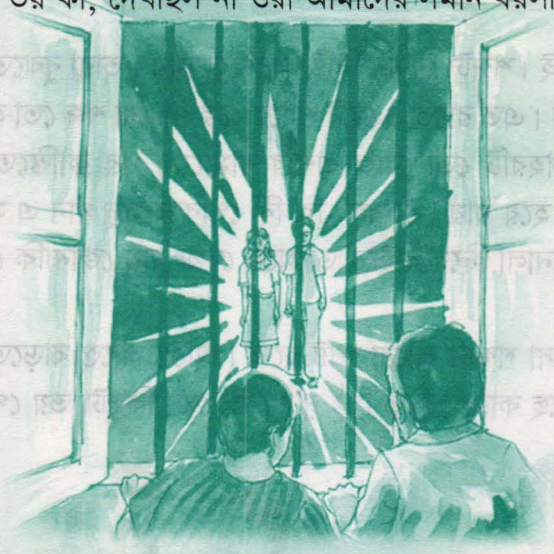

বারে! ভয় পাবো কেন ? চলো।

তারপর তারা হারিকেনটা কমিয়ে দরজায় আস্তে করে শিকলটা টেনে দিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল সেই আলোটা লক্ষ্য করে।

এ তুহীন শীতে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ভাই ? চলো, ভেতরে গিয়ে বসবে, চলো।

আগন্তুকদের লক্ষ্য করে বললো মিতু। ওরাও হাতে হাত মিলিয়ে বললো, চলো।

তারপর তারা কুয়াশার ফিনফিনে পর্দা সরিয়ে উঠে এলো ঘরে।

মিতু বললো, এই যা, এখনো পরিচয়ই হলো না। আমি মিতু আর ও মিঠু। ওই যে স্কুলটা দেখছো, সামনে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় মিতু, ওখানেই আমরা পড়াশুনা করি। আব্বু....

সেই মিষ্টি ছেলেদের একজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, থাক, আর বলতে হবে না। আমরা

www.pathagar.com

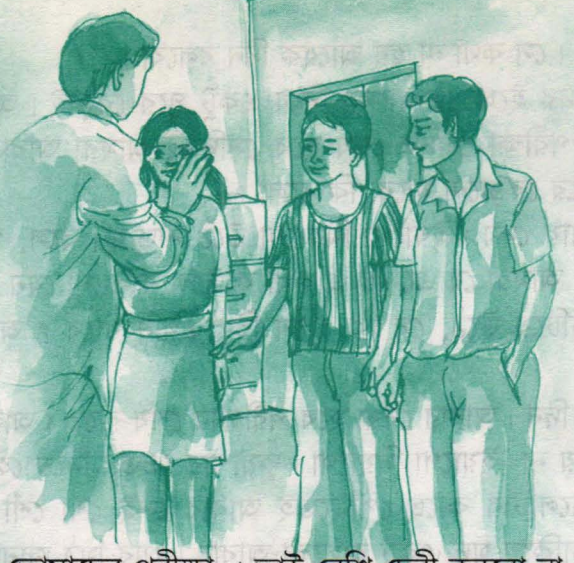

সব জানি। সামনেই তোমাদের পরীক্ষা । তাই বেশি দেরী করবো না। কটি জরুরী কথা আছে ঝটপট বলে বিদেয় হই।

একথা বলেই ছেলেটি তাদের পরিচয় দিল। আমার নাম ইয়াগো আর ও আমার ছোট বোন মিয়াগো। আমরা থাকি শূন্যের দেশ আকাশে। বলে সে আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, ওই যে আকাশে অনেক তারা দেখছো, সেখানে ওই ওই (জানালা দিয়ে একটি তারা দেখিয়ে) তারাটায় আমাদের বাস। ওটার নামই মঙ্গল গ্রহ। আমরা সেখানেই থাকি।

মিতু মিঠু অবাক হয়ে তাদের কথা শুনতে থাকে। ইয়াগো বললো, তোমাদের দেশটা আমাদের দেশের একেবারে কাছে। পড়শি হিসেবে কিছুটা খোঁজ খবর তো নিতে হয়। তাই আসবো আসবো ভাবছিলাম। পরীক্ষা শেষ হতেই মিয়াগো বললো, ভাইয়া, চল না পৃথিবীটা ঘুরে আসি। তাই চলে এলাম।

আমাদের পরীক্ষার কথা কি করে জানলে তোমরা ?

চট করে জানতে চাইলো মিঠু।

www.pathagar.com

সে আমরা জানতে পারি। সে কথা না হয় আরেক দিন বলবো।

মিয়াগো বললো, আমাদের ইচ্ছে তোমাদের নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াই। আজ আমরা বেশিক্ষণ বসবো না। তোমাদের পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আমরা আবার আসবো। তারপর ক'দিন খুব মজা করে ঘুরে বেড়ানো যাবে, কি বলো ?

মিতু মিঠু মাথা নেড়ে সায় দেয়। ইয়াগো মিয়াগো উঠে দাঁড়ায়। বলে, পৃথিবীর বন্ধুরা আসি তাহলে। আর হ্যাঁ শোন, আমরা যে এসেছি এ কথা কাউকে বলো না যেন।

মিতু মিঠু এক সাথে চেঁচিয়ে উঠে, সে কি ! সে কি! এখনি যাবে ? অন্তত একটু চা খেয়ে যাও।

আজ নয় বন্ধুরা, আরেক দিন। আবার দেখা হবে পরীক্ষার শেষ রাতে। আল্লাহ হাফেজ।

কথাটুকু বলে আর দাঁড়ায় না ইয়াগো মিয়াগো। কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে যায় সেই আলো জ্বলা মাঠের দিকে। আলোটার কাছে পৌঁছতেই আবার সেই শোঁ শোঁ আওয়াজ। ইয়াগো মিয়াগো তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসলো আবার। আর মিঠু জানালা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় দিল সেই বন্ধুদের।

গল্পের শুরুটা হলো এই ভাবে। এটুকু বলেই খান ভাই মুচকি হাসলেন। সবাই বুঝতে পারছে কিনা দেখতে চেষ্টা করলেন সবার দিকে তাকিয়ে।

তারপর বুঝতেই পারছো, খান ভাই আবার বলতে শুরু করলেন, মিতু মিঠুদের সে কি অস্থির অবস্থা। হাসফাস করে দিন কাটে। এমন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল অথচ কাউকে বলার জো নেই। ভাবলো, বললে যদি মঙ্গল বন্ধুরা আর না আসে। আবার চুপ করেও থাকা যায় না। পেটের ভেতর থেকে কথার কেবল মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠে আসতে চায় মুখে।

এ রকম একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়েই তাদের পরীক্ষা শেষ হলো। পরীক্ষা শুরু হলে মিতু দাদুর চিঠি পায়। দাদু লিখেছেন, মিতু দাদু, মিঠু দাদু, তোমাদের তো পরীক্ষা চলছে। দোয়া

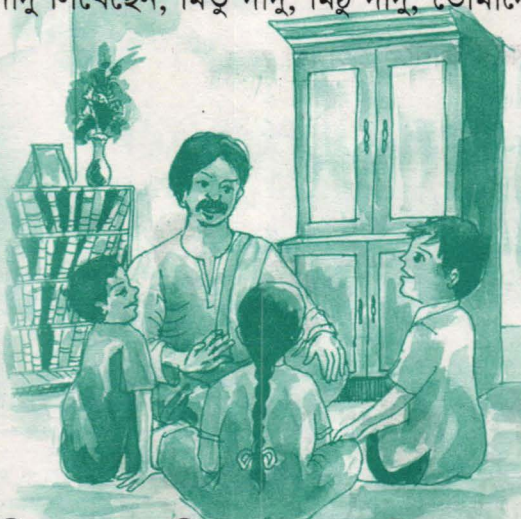

করি ভালোভাবে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষা শেষ হলে কিন্তু তোমাদের বেড়িয়ে যেতে হবে। খুব মজা করে শীতের পিঠে পায়েশ খাওয়া যাবে। আরও কত মজা হবে দাদু ! পরীক্ষা শেষ হলেই চলে এসো কিন্তু।

www.pathagar.com

চিঠি পেয়ে তো মিতু মিঠু চিন্তায় অস্থির ! কি করা যায়। সেই কবে থেকে বসে আছে পরীক্ষা দিয়ে দাদু বাড়ি যাবে। এখন যে মঙ্গল বন্ধুদের আসার কথা!

মিঠু বললো, যাই বল ভাইয়া, আমি কিন্তু কিছুতেই দাদু বাড়ি যাবো না।

সে কি! দাদু রাগ করবেন না ?

বাহ রাগ করবে কেন ? আমি সব কথা চিঠি লিখে আগেই দাদুকে জানিয়ে দেবো।

এদিকে মিতুরই কি খুব যেতে মন চায়! সেও ভাবলো, সেই ভালো দাদুকে চিঠি লিখে দিলেই হয়। দু'ভাই বোন মিলে পরামর্শ করে যখন চিঠি লেখাই স্থির হলো তখন দেখা দিল আরেক সমস্যা। সব কথা যে দাদুকে জানানো যায় না। তবে তো আর মঙ্গল বন্ধুরা আসবে না।

তখন মিতু এক বুদ্ধি বের করলো। দাদুকে লিখলো, দাদু জানো, পরীক্ষার মধ্যেই তোমার চিঠি পেলাম। কী মজা তাই না। খেজুর রসের পিঠে খাবো, পায়েশ খাবো, আরো কত কি! পরীক্ষা দিয়েই কিন্তু আমরা চলে আসছি। আর শোন, আমাদের সাথে আরো দু'জন বন্ধু থাকবে। রাতের লঞ্চেই আমরা যাত্রা করবো। লঞ্চঘাটে লোক পাঠাবে কিন্তু। ইতি তোমার মিতু দাদু, মিঠু দাদু।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিন মিতু মিঠুদের আর দেখে কে! রহস্যময় এক অস্থিরতার চাপে বুক যেন ফেটে পড়তে চাইছে। স্কুল থেকে ফিরে মিতু মিঠু মাঠে গেল না। খেলার সাথীরা এসে রাগ করে ফিরে গেল। মিতু মিঠু তখন খুব সুন্দর করে তাদের ঘরটি সাজালো। বিছানাপত্র ঠিক করে রাখলো। বাগান থেকে ফুল এনে টেবিল সাজালো। রঙিন কাগজের ফুল দিয়ে ঘরদোর সাজিয়ে তুলল। আর অপেক্ষা করতে থাকলো কখন মঙ্গল বন্ধুরা আসবে।

সন্ধ্যার পর আম্মু বললেন, হ্যাঁ রে, একা একা যেতে পারবি তো ?

হ্যাঁ মা, পারবো না কেন ? আর জানো আমাদের দু'জন বন্ধুও যাবে সাথে। চারজন এক সাথে চলে যাবো। আর লঞ্চঘাটে তো দাদু লোক পাঠাবেই।

খুব তাড়াতাড়ি তারা রাতের খাবার সেরে ফেললো। তারপর জানালা খুলে তাকিয়ে থাকলো মাঠের দিকে। সময় যেন আর কাটে না। পিং পং বলের মত কখন আসবে, কখন আসবে একটা কথাই তাদের মনে লাফাতে থাকে।

www.pathagar.com

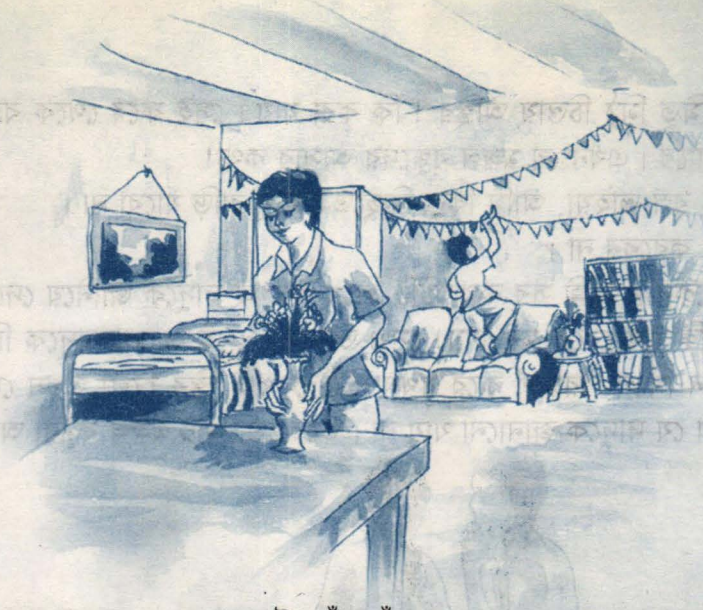

রাত একটু গভীর হলে তারা আবার সেই শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল মিতু মিঠু। ঘর থেকে নেমে এল মাঠে। আর তখন সবুজ আলোটা এসে মাঠে নামলো। মিতু মিঠু দৌড়ে গেল আলোর পাশে। আলোর ভেতর থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো ইয়াগো মিয়াগো। মঙ্গল বন্ধুদের বুকে জড়িয়ে ধরলো মিতু মিঠু। সেই জোনাকজ্বলা কুয়াশা মাখা মাঠ থেকে চারজন উঠে এলো মিতুদের পড়ার ঘরে।

সেই রাতেই মিতুরা দাদু বাড়ির পথ ধরলো। চারজনের কাঁধে চারটি কাঁধব্যাগ। মিতুরা পরেছে সবুজ সোয়েটার। ইয়াগো মিয়াগোর গায়ে নীল জাম্পার, গলায় মাফলার। পায়ে জুতা-মুজা পরে চার বন্ধু আল্লাহ ভরসা বলে পথে নামল।

শীতের হিমেল হাওয়া তাদের আদর জানালো। জোনাক পোকারা খুশি হয়ে এসে পথ দেখাল তাদের। কুয়াশা ভেদ করে নেমে এলো মুঠো মুঠো জোসনা। মিতু মিঠুর মনে নীল আকাশের নীল পরীদের স্বপ্ন। ইয়াগো মিয়াগোর মুগ্ধ চোখে সবুজের সমারোহ। সবুজ পৃথিবীর সবুজ বন্ধুদের সবুজ সবুজ ভালবাসায় তারা অভিভূত।

www.pathagar.com

মিতুদের বাড়ী থেকে লঞ্চঘাট খুব বেশী দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতে তারা লঞ্চঘাটে এসে থামলো।

ইয়াগো বললো, জানো, ভাল ছেলেমেয়েদের ছাড়া কারো সাথে আমরা বন্ধুত্ব করি না। তোমরা যেমন লেখাপড়ায় ভালো তেমনি শান্তশিষ্ট, ভদ্র। তাই তো বেছে বেছে তোমাদের সাথে এসে আমরা বন্ধুত্ব করলাম।

এতটুকু বলে খান ভাই আবার থামলেন। তার সন্ধানী চোখ সবার মুখের ওপর দিয়ে একটা জুৎসই রাউণ্ড দিল। খান ভাই আবার বলতে শুরু করলেন, কুয়াশার পর্দা ছিড়ে লঞ্চ এগিয়ে চলে মিতুদের নিয়ে।

লঞ্চে চড়েই মিতুরা দেখলো কেবিনে তেমন লোকজন নেই। এক পাশে এক ফোকলা দেঁতো বুড়ো বসে আছেন। তার চুলগুলো কার্পাস তুলোর মত সাদা। সেই তুলনায় শরীরটা এখনো অনেক মজবুত। বাকী যে দু'চারজন আছেন তাদের কারো মুখ দেখা যায় না। সবাই চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

বুড়োর পাশেই জায়গা হলো মিতুদের। কিছুক্ষণের আলাপেই বুঝা গেল বুড়ো খুব রসিক

www.pathagar.com

লোক। কোনো একটা প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করতেন। এখন রিটায়ার্ড। মিতুর দাদা বাড়ীর পাশেই বুড়ো তার বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। সেখানেই যাচ্ছেন তিনি।

লঞ্চের সব যাত্রীরা ঘুমিয়ে থাকলেও মিতুরা কিন্তু ঘুমালো না। সবার মুখেই যেন খই ফুটছে এমনি কথার তোড়। পৃথিবী সম্পর্কে ইয়াগো মিয়াগোর দারুণ আগ্রহ। প্রশ্ন করে করে ইতিমধ্যেই অনেক কথা জেনে নিয়েছে তারা। মিতু মিঠুও মঙ্গল গ্রহের বিভিন্ন সংবাদ নিতে ভুল করেনি। তবে তাদের আলাপে রিটায়ার্ড সেই স্কুল মাষ্টার শরীক থাকায় খুব বেশি খোলামেলা আলাপ জমাতে পারেনি তারা।

সকালে পূব দিক থেকে ডিমের কুসুমের মত গোল হয়ে সূর্য উঠলো। জানালা খুলে দিল মিতুরা। উষ্ণ আরাম আরাম অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো সবার মাঝে। নদীর জলে কলকল ছলছল শব্দ তুলে লঞ্চ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। জানালায় গাল ঠেকিয়ে ওরা পানির খেলা, তীরের ছবি দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলো।

ইয়াগো বললো, আচ্ছা মিতু, নদীটা কেমন শীর্ণ আর ছোট্ট না ? তোমাদের নদীতে এত অল্প পানি কেন ?

মিতু বললো, আমাদের পৃথিবীর একটা নিয়ম আছে। এখন তো শীতকাল। শীতকালে নদীগুলো এমন ছোট্ট হয়ে আসে। কিন্তু সবসময় নদী এমন ছোট থাকে না। শীত, গ্রীষ্ম পার হয়ে আসে বর্ষা। নদীর তখন অন্য চেহারা, পানি তখন দু'কূল ছাপিয়ে যায়।

জানালায় গাল ঠেকিয়ে ওরা পানির খেলা, তীরের ছবি দু'চোখ ভরে দেখতে লাগলো।

মিয়াগো এতক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিল। চরের ফসল, তীরের গাছপালা একে একে পিছনে সরে যেতে থাকে। সেই সরে যাওয়া গাছগুলোর দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে মিয়াগো। আর ভাবে, কত সুন্দর এ পৃথিবী।

মিতুর কথা শেষ না হতেই ঘাড় ফিরিয়ে মিয়াগো বলে ওঠে, আচ্ছা, কয়েক মাস আগে যখন আমরা পৃথিবীর ছবি তুলছিলাম তখন মনে হয়েছিলো এসব গাছপালা আরো সুন্দর। সবুজ

www.pathagar.com

পাতায় পাতায় গাছগুলো আরো মনোরম। এখন সে তুলনায় গাছের পাতা অনেক কম মনে হচ্ছে।

মিঠু বললো, তাই। কারণ তখন তো শীতকাল ছিল না। শীতকাল এলে গাছের অনেক পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে। আবার গ্রীষ্মকালে সে গাছগুলো নতুন সাজে সজ্জিত হয়। নতুন নতুন সবুজ পাতায় ভরে যায় গাছের শরীর।

সেই স্কুল মাষ্টার এতক্ষণ ফজর নামায পড়ে দোয়া কালাম পড়ছিলেন। মিতুদের এসব কথা কানে যেতে ঘুরে বসলেন তিনি। ইয়াগো মিয়াগোর দিকে তাকিয়ে অনেকদিন পর যেন ক'টি সুবোধ ছাত্র পেয়েছেন এমনি একটি ভাব নিয়ে বলতে শুরু করলেন, আল্লাহর এ দুনিয়া বড় বিচিত্র বাবা। এখানকার সব কিছুতেই একটা নিয়ম আছে। যেমন, রাতের আধাঁর যত গভীরই হোক না কেন, সে আঁধার কখনো চিরস্থায়ী হয় না। রাতের আঁধার ভেদ করে আবার পূর্বাকাশে রঙিন সূর্য উঠবেই। বছর ঘুরে ঘুরে বার বার মানুষের দ্বারে আসে বসন্তের ফুলের সৌরভ। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। শুধু প্রকৃতিই বা বলি কেন, মানুষের ইতিহাসও অনেকটা তেমনি। এই যে তোমরা চার বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছো, চিরকাল কি এমনটিই থাকবে ? ছোটবেলা তোমাদের আরো অনেক বন্ধু ছিল, যাদের সাথে এখন আর তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তেমনি বড় হলে আরো অনেক নতুন বন্ধু পাবে, হয়তো তখন এখনকার অনেক বন্ধুকেই কাছে পাবে না।

এটুকু বলেই তিনি থামলেন, তারপর যেন স্মৃতির পাতা খুলে দেখতে চেষ্টা করলেন, অতীতের হারিয়ে যাওয়া অনেক বন্ধুদের। তাঁর কুয়াশার মত উদাসীন ঘোলা চোখ তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিতু মিঠুদের খুব ভাল লাগছিল বুড়োর কথা। তন্ময় হয়ে তারা তাই শুনছিলো।

তিনি চুপ করাতে মিঠু প্রশ্ন করলো, বলেছিলেন প্রকৃতির মতই নাকি মানুষের ইতিহাস! সে কেমন ?

তন্ময়ত ছেড়ে বুড়ো বললেন, তোমরা তো জানোই মানুষের ইতিহাসের শুরু হয়েছে হযরত আদম আ. থেকে। হযরত আদম আ. যখন দুনিয়ায় এলেন পৃথিবীর বুকে থেকে তারপর কেটে

www.pathagar.com

গেছে অনেক যুগ, অনকে কাল। মানুষের ইতিহাসের সেই যে শুরু, সেই থেকে আজ অবধি বহু নবী-রাসূল এসেছেন দুনিয়ায়। বলতে পারো কেন এসেছিলেন তারা ?

মিতু বললো, মানুষকে সৎ পথ দেখানোর জন্য।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে আল্লাহ কিভাবে মানুষ দুনিয়ায় চলবে সে কথা জানিয়ে দিলেন। হযরত আদম আ. থেকে শুরু হল এ পথ চলা। কিন্তু বিপদ বাঁধালো শয়তান। সে এসে মানুষকে খারাপ খারাপ বুদ্ধি দিতে লাগলো। এভাবেই মানুষরা জড়িয়ে পড়লো খারাপ

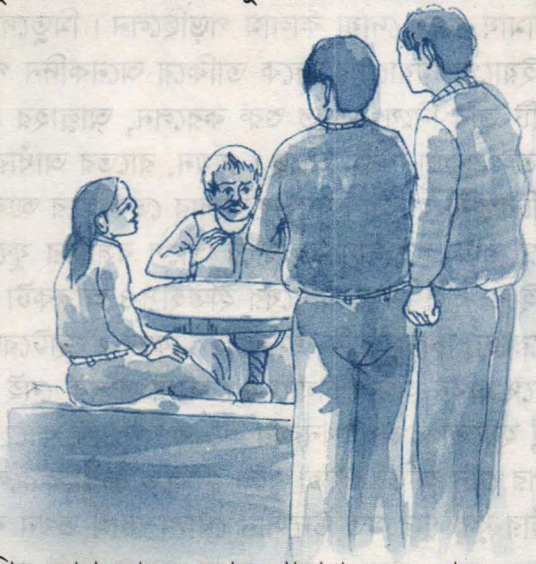

কাজে। বেশির ভাগ মানুষ যখন খারাপ হয়ে গেল। তখন মানুষকে সৎ ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার নবী পাঠালেন। মানুষরা অনেকেই ফিরে এলো আল্লাহর পথে। এভাবেই শয়তান সব সময় মানুষকে নিতে চায় খারাপের দিকে আর নবীরা মানুষকে দেয় ভাল পথের সন্ধান।

তোমরা খেয়াল করলে দেখবে দুই ধরনের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে। এরা যেন আলো ও আঁধারের মত। আলো ও কালোর মধ্যে যে প্রভেদ, ভাল ও মন্দের মধ্যে যে পার্থক্য,

www.pathagar.com

এদের পার্থক্য অনেকটা সে রকম। আলো ও কালো কখনো এক হয় না। এদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। আর তাই, ভালো ও মন্দের এ লড়াই, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, সত্য ও মিথ্যার এ লড়াই চিরকাল চলেছে, এখনো চলছে, চলবেও অনন্তকাল।

এ লড়াইয়ে যুগে যুগে নবীরা মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। এ জন্যই একে একে এসেছেন অনেক নবী-রাসূল। শেষ নবী হিসেবে এসেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সা. এরপর আর কোনো নবী আসবেন না।

কিন্তু তাই বলে এ লড়াই শেষ হয়েছে, তা কিন্তু নয়। এখনো এক দল লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে আর এক দল তাদেরকে সরাতে চায় আল্লাহর পথ থেকে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর দায়িত্ব এখন রাসূলের যারা উম্মাত তাদের ওপর।

তাহলে বুঝতেই পারছো, ঋতুচক্রের আবর্তনের মতই আবর্তিত হয়েছে মানুষের ইতিহাস। কখনো পৃথিবীর কর্তৃত্ব করেছে সৎ মানুষেরা, কখনো করেছে অসৎ লোকেরা।

বুড়োর কথা শুনতে শুনতে মিতুরা যেন কোনো অচিন চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। মুখের কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল তাদের। দৃষ্টি চলে গিয়েছিল সুদূরের মাঠ ও পানির অফুরন্ত ঢেউয়ের বুক ছাপিয়ে কোনো অদৃশ্যলোকে।

এতগুলো কথা বলে তিনিও যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। একটু থামলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করলেন, আজকে আবার আঁধারে ছেয়ে গেছে পৃথিবী। ভাল লোকের সংখ্যা দিন দিন কমছে। কিন্তু অন্ধকার তো আর স্থায়ী হতে পারে না। আঁধার শেষেই আসে ভোরের আলো। আমরা তাকিয়ে আছি তোমাদের দিকে। তোমরাই ফোটাতে পারো ভোরের সেই আলো। গড়তে পারো পৃথীবীকে নিজের মনের মতো করে।

এ কাজ করতে গিয়ে কোনো কোনো শীতে কিছু কিছু ফুল হয়তো ঝরে পড়বে, তবু আবার বসন্ত আসবে। আবার ফুলে ফুলে হেসে উঠবে বাগান, যদি তোমরা ঠিক মতো বাগানের যত্ন নিতে পারো।

www.pathagar.com

কথাগুলো হেয়ালি ভরা মনে হলেও বুঝতে কষ্ট হয়নি ওদের। ওরা যে সবাই ভাল ছাত্র। যে কোনো বিষয় চট করে বুঝে ফেলার অদ্ভূত ক্ষমতা আছে ওদের।

তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, মিঠুই প্রশ্নটা করলো বুড়োকে, সুন্দরের পথে যারা আমাদের সাথী হবে তারাও ঝরে পড়তে পারে ?

হ্যাঁ পারেই তো! শয়তানের চেলারা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারে কাউকে। কেউ সরে পড়তে পারে ভয়ে। কেউ বেশী বড়লোক হয়ে গেলে সরে যেতে পারে ভোগের মোহে ক্ষমতার কারণে অহংকারী হয়েও কেউ সরে পড়তে পারে এ পথ থেকে। এ ছাড়াও আরো কত কি কারণে সরে পড়তে পারে, তার কি ঠিক আছে কোনো !

ইয়াগো মিয়াগো এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল বুড়োর কথা। কিন্তু তার অনেকটাই বুঝতে পারছিল না।

তিনি চুপ করলে মিয়াগো বললো, মিতু, উনি এতক্ষণ কী বললেন এতসব ? আমরা যে তার অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। আর তোমাদের চোখে মুখেই বা এমন চিন্তার ছাপ কেন ? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি তোমাদের পৃথিবীতে ?

বুড়ো তার নিবু নিবু চোখ দুটো তুলে চট করে চাইলেন মিয়াগোর দিকে।

তোমাদের পৃথিবী মানে ? পৃথিবী কি কেবল ওদের ? তোমাদের নয় ?

কেউ কিছু বুঝার আগেই মিঠু বলে উঠলো, ওরা আমাদের মঙ্গল বন্ধু, পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে।

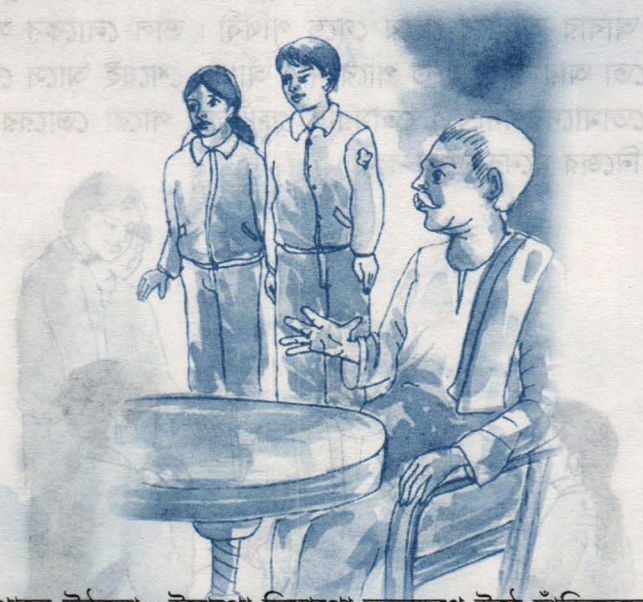

বুড়োর চোখ কপালে উঠলো। ইয়াগো মিয়াগো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর ওরা দরজার দিকে পা বাড়ালো।

মিতু বললো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা! নানা বাড়ি যাবে না ?

বিদায় বন্ধুরা, সুযোগ পেলে আবার আসবো, আজকের মত চলি। মিতুর প্রশ্নের জবাবে বললো ইয়াগো।

ডেকের ওপর জ্বলে উঠলো এক টুকরো নীলচে আলো।

www.pathagar.com

কি হয়েছে! কি হয়েছে !

সারা লঞ্চে একটা শোরগোল পড়ে গেল। মিতু মিঠু দৌড়ে গেল আলোর দিকে। ততক্ষণে শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে সেই নীল আলোটি ইয়াগো মিয়াগোকে নিয়ে শূন্যে উঠে গেল। লঞ্চের যাত্রীরা হা করে তাকিয়ে রইলো সেদিক।

গল্প শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন খান ভাই।

গল্পটা মনে রেখো, বড় হলে কাজ দেবে। বলেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইরে তখন আযান হচ্ছে।

❐

www.pathagar.com

অলৌকিক বাদশাহ

রূপ কথার গল্প নয়।
আজগুবী কিচ্ছা নয়।
অলীক মিথ্যা নয়।
একদম খাঁটি কথা।
অথচ মনে হবে, রূপকথার মত সুন্দর আর বিস্ময়কর সে কাহিনী।
মনে হবে মিষ্টি মধুর মজাদার এক গল্প।
যার শরীর জুড়ে লেপ্টে আছে আজগুবি সব কিচ্ছা।
যত সব চমকপ্রদ আর অবিশ্বাস্য ঘটনা।
শোন তাহলে .....
দেশের নাম মিশর। সেই দেশের এক নদী, নদীর নাম নীলনদ। এলেবেলে বাতাস বয়ে যায়। বাতাসের তালে তালে নেচে ওঠে সে নদীর পানি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খায়। ধাক্কা খেয়ে লুটিয়ে পড়ে এ ওর গায়ে।
কূলে এসে আছড়ে পড়ে সে ঢেউ। কুল কুল শব্দ হয়। শুনে মনে হয়, যেন খেলতে খেলতে আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাসছে কোন শিশুর দল। সেই নদীর বুকে ভাসছে এক সিন্দুক।
ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে।
দুলছে আর ভাসছে। দুলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।
লোকজন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে সিন্দুকের দিকে।
তাকিয়ে দেখে, কিন্তু এগিয়ে যায় না।
সাহস করে তুলে কি আছে এর ভেতর দেখার সাহস পায় না কেউ।

www.pathagar.com

কি আছে এ সিন্দুকের ভেতর ?
সাপ-খোপ ?
ভূত-প্রেত ?
দৈত্য-দানব ?
জ্বীন-পরী ?
বাঘ-ভালুক ?
না, এসব কিছুই নয়।
একটু দম নিলাম আমি। সাদিয়া, শাওকী, নুসাইবা, ফরিদা সবাই গোল হয়ে বসে গল্প শুনছিল। সাদিয়াই হঠাৎ কথা বললো, নিশ্চয়ই অনেক সোনাদানা, দামী হীরে মানিক ছিল, তাই না দুলা ভাই ? আরে না। আবার গল্পে ডুবে গেলাম আমি। সে সিন্দুকের ভেতর ছিল ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে এক দুধের বাচ্চা।
চাঁদের মতো যার রূপ ঝিলমিল করে।
রাজপুত্রের রূপ যাকে দেখে লজ্জা পায়।
এমন সুন্দর শিশুকে কে ভাসিয়ে দিল নদীর বুকে ? দয়ামায়া বলতে কি তার অন্তরে কিছুই নেই ? কী অন্যায় করেছিল এ শিশু ? যার জন্য এ দুধের বাচ্চাকে মায়ের বুক খালি করে ফেলে দেয়া হলো নদীতে ? অবাক চোখে জানতে চাইলো শাওকী।
তার মা এখন কাকে নিয়ে বাঁচবে ? কাকে করবে আদর সোহাগ ? আর এ শিশুটিই বা বাঁচবে কেমন করে ? ছোট্টমণি নুসাইবার চোখে দুশ্চিন্তা।
তাহলে শোন। বললাম আমি, তার আপন মা-ই তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।
কেন ? কেন ? একসাথে জানতে চাইল সবাই।
সে অনেক কথা। অনেক কাহিনী।
সে দেশের রাজাকে তখন বলা হতো ফেরাউন। ফেরাউনের এক গণক ঠাকুর ছিল। একবার ফেরাউন ঠাকুরকে ডেকে পাঠালো দরবারে। ঠাকুর দরবারে এলে ফেরাউন বললো, বলতো ঠাকুর, সামনে কোনো বিপদ আছে নাকি ?

www.pathagar.com

ঠাকুর কিছুক্ষণ কি সব গণনা করলো। এক সময় মুখ তুলে বললো, মহারাজ, কিবতি বংশে কিছুদিনের মধ্যে এক ছেলের জন্ম হবে। এ ছেলে আপনার অনেক ক্ষতি করবে।

রাজা বললেন, কি, এই কথা ! আজ থেকে কিবতি বংশে যত ছেলে হবে সবাইকে হত্যা করতে হবে।

কথায় বলে, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। যেই কথা সেই কাজ রাজার হুকুমে সারা দেশে গুপ্তচর ছড়িয়ে পড়লো। কিবতি বংশে কোনো ছেলে সন্তান জন্ম নিলেই তারা সে খবর জানিয়ে দেয় রাজার বাহিনীকে। রাজার সিপাহীরা তখন মায়ের কোল থেকে সে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে।

এমন সময় কিবতী বংশে এক শিশু জন্ম নিল। হাহাকার করে উঠলো মায়ের বুক। হায় হায় কি হবে এখন ? এ যে ছেলে সন্তান ! রাজার লোকেরা জানতে পারলে এখনি একে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু কথায় বলে, রাখে আল্লাহ মারে কে। এখানেও হলো তাই। কে যেন অদৃশ্য থেকে তাকে জানিয়ে দিল, যদি এ শিশুকে বাঁচাতে চাও, তবে সিন্দুকে ভরে তাকে নদীর পানিতে ফেলে দাও।

তারপর ?

তারপর তির তির করে বয়ে যায় নদীর জল।

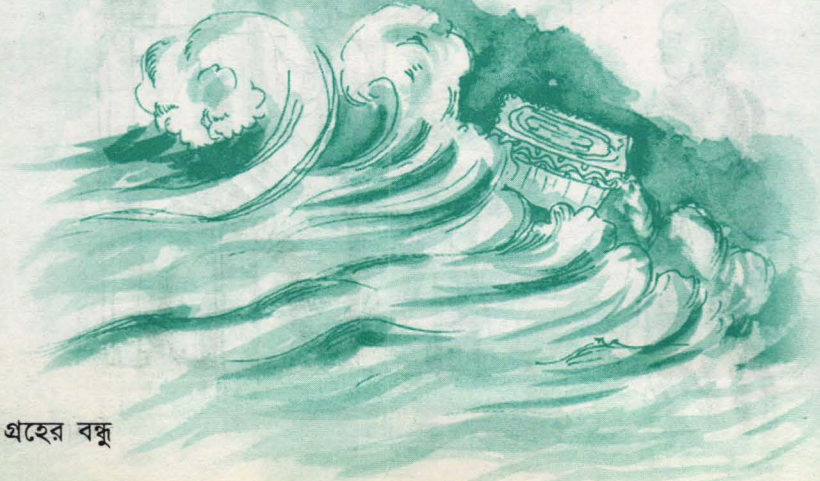

www.pathagar.com

আর তার সাথে দুলতে দুলতে ভেসে চলে সেই সিন্দুক।
এ ঘাট পেরিয়ে সে ঘাটে।
কোথাও থামে না। কেবল যায় আর যায়।
যেতে যেতে একেবারে পৌঁছে যায় রাজার বাড়ীর ঘাটে।
এ কান থেকে সে কান।
সে কান থেকে ও কান!
ঘুরতে ঘুরতে খবর যায় রাজার কানে।
সবার মত রাজার তো আর বসে থাকলে চলে না। রাজা হুকুম দিলেন, তুলে আনো সিন্দুক। ভেঙ্গে ফেলো তালা। দেখো, কি আছে এর ভেতর।
এ ছিল এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা।
খবরটা তাই দেশ শুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে।
সদর ছাড়িয়ে খবর যায় অন্দরে।
দাস-দাসী, ঘেটুরাণী, কটুরাণী, পাটরাণী, ছোট রাণীর কান হয়ে খবর যায় মহারাণীর কানেও।
মহারাণী শুনে তো অবাক!
রাজার ঘাটে এসে সিন্দুক ভিড়েছে! এতো খুব তাজ্জব ব্যাপার! নিশ্চয় শুভ কিছু হবে। নইলে উজির নয়, নাজির নয়, কোতওয়াল নয়, সেনাপতি নয়, একেবারে রাজার ঘাটে এসে ভিড়বে কেন?

মহারাণীর মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। কী আছে এ সিন্দুকের ভেতর দেখার আগ্রহ জানিয়ে খবর পাঠালো রাণী রাজার কাছে।
রাজার হুকুম মত সিন্দুকটি নিয়ে আসা হলো দরবারে। খবর পেয়ে দরবারে এসে সমবেত হলেন সকলেই। এলেন সকল সভাসদরা। হাজির হলেন উজির-নাজির, সবশেষে এলেন রাজা আর মহারাণী।
আতঙ্কিত দরবার কক্ষে সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে সিন্দুকের ঢাকনা খুলে দেয়া হলো।

www.pathagar.com

দেখা গেল, না, তেমন ভয়ঙ্কর কিছুই নেই এতে।
যা যা তারা কল্পনা করেছিল তার কিছুই নয়।
বিস্ময়ভরা চোখে তারা দেখলো একটি ফুটফুটে দুধের বাচ্চা শুয়ে শুয়ে হাসছে।
অবাক করা তার মায়াবী চাহনি।

মুখে মিষ্টি হাসি। রাতের অন্ধকারকে যেমন দূর করে দেয় দিনের সুরুজ, চাঁদ যেমন জ্যোস্নায় ভরিয়ে দেয় পৃথিবীর মাঠ, তেমনি যেন এ শিশু
বিষাদ মলিনতা দূর করে নির্মল হাসিতে ভরে দিল দুনিয়া।
আনন্দে আটখানা সকলেই। মহারাণী আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন সিন্দুকের কাছে। কোলে তুলে নিলেন মায়াবী শিশুটিকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন তার গণ্ডদেশ।

কিন্তু একজন খুশি হতে পারলেন না এ শিশুটিকে দেখে। আর তিনি যে সে লোক নন-স্বয়ং মহারাজ।
তিনি ভাবলেন, কিবতী বংশের নয়তো এ ছেলে! যে শিশুর কুল মর্যাদা জানা নেই, নাম ঠিকানা

www.pathagar.com

জানা নেই, আত্মপরিচয়হীন তেমন কাউকে তো আর রাজপ্রাসাদে রাখা যায় না। তাছাড়া কে বলবে হয়তো এ শিশুই একদিন আমার ধ্বংসের কারণ হতে পারে!

এ শিশুকে এখন কী করা যায় ? রাজা ভাবলেন, সবচেয়ে নিরাপদ একে হত্যা করে ফেলা।

কিন্তু বেঁকে বসলেন রাণী। কিছুতেই তিনি এ সোনার শিশুকে হত্যা করতে দেবেন না। তাছাড়া রাজাকে বুঝালেন তিনি, এ শিশু কোনো সাধারণ শিশু নয়। নিশ্চয় ভাগ্যের পসরা নিয়ে এসেছে এ শিশু। এ শিশু একদিন আমাদের গৌরব ও কল্যাণের কারণ হবে না এ নিশ্চয়তা কে দেবে ?

দ্বিধায় পড়লেন রাজা। সভাসদদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। মায়াবী শিশুর মধুর হাসি আর মায়াবী চোখের প্রাণকাড়া চাহনি যেনো যাদু করেছে সবাইকে। সবাই বললো, আপনি অযথাই পেরেশান হচ্ছেন মহারাজ। এ তো দুধের বাচ্চা, এ আবার আপনার কি ক্ষতি করবে ? শেষতক রাণীরই জয় হলো। তাকে লালন-পালনের ভার নিয়ে দরবার থেকে খুশি মনে অন্দরে গেলেন রাণী।

এবার দেখা দিল আরেক সমস্যা।

শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দরকার বুকের দুধ।

কে এই শিশুকে বুকের দুধ দেবে ?

এমন একজন মহিলার তালাশে বাইরে লোক পাঠালেন মহারাণী।

মহারাণীর লোক সবে গেটের বাইরে পা দিয়েছে, অমনি দেখে উদাস চোখে এক কিশোরী বসে আছে গেটের বাইরে।

মহারাণীর লোকেরা ভাবল আলাপ করেই দেখি না, যদি কোনো মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় এ মেয়ের কাছ থেকে।

হ্যাঁ গো মেয়ে, তোমার নাম কি ? এখানে বসে কি করছো ?

মেয়েটির সাথে তারা ভাব জমাতে চেষ্টা করে। সে মেয়েটিও তাদের সাথে আলাপ জুড়ে দেয়।

আপনারা বুঝি রাজবাড়ীতে কাজ করেন ? কী কাজ করেন আপনারা ?

আমরা ? আমরা হলাম মহারাণীর খাদেম। শোননি, রাণীর ঘাটে আজ এক আজব সিন্দুক

www.pathagar.com

পাওয়া গেছে। তার ভেতর পাওয়া গেছে এক রাজপুত্র। রাজপুত্র এখন খাবে কি ? তাইতো মহারাণী পাঠালেন এ ফুটফুটে রাজপুত্রের জন্য একজন দুধ মা খুঁজে নিতে। তাকে বুকের দুধ দিতে পারে এমন একজন মহিলাকে খুঁজতে যাচ্ছি আমরা।

মেয়েটির চোখ আনন্দে চিকচিক করে উঠলো। সে বললো, আপনাদের কষ্টের দরকার কি ? এমন একজন মহিলা তো আমিই আপনাদের এনে দিতে পারি।

সত্যি ?

সত্যি।

কে এই বালিকা ? নদী দিয়ে যখন সিন্দুকটা ভেসে আসছিল তখন যদি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করতো, তবে দেখতে পেতো, একটি বালিকা সেই সিন্দুকটি চোখে চোখে রেখে তীর ধরে এগিয়ে আসছে।

সিন্দুকটি রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে এখানে বসে অপেক্ষা করছে। মনে তার গভীর উৎকণ্ঠা ছিল এতক্ষণ। এবার সে আশ্বস্ত হলো। তাহলে তার ভাইকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন !

মাকে আনার জন্য সে ছুটলো বাড়ীতে।

এ শিশুটিই হলেন হযরত মূসা আ.

যার হাতে বিনাশ হয়েছিল ফেরাউনের সাধের সিংহাসন।

অত্যাচারী রাজার হাত থেকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন মজলুম মানুষকে আর পৃথিবীতে কায়েম করেছিলেন খোদার রাজ।

❐

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য

- সত্যের সেনানী (২) –এ.কে.এম. নাজির আহমদ
- খাদিজাতুল কোবরা –মায়েল খায়রাবাদী
- হযরত ফাতিমা যোহরা –কাজী আবুল হোসেন
- মানুষের কাহিনী –আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই
- দোয়েল পাখির গান –জাকির আবু জাফর
- ফুলে ফুলে দুলে দুলে – "
- এক রাখালের গল্প – "
- আকাশের ওপারে আকাশ – "
- দুষ্টু ছেলে "
- মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে –বদরে আলম
- চরিত্র মাধুর্য – "
- তিনশ বছর ঘুমিয়ে – "
- হূল – "
- কুচোচিংড়ির কৃতজ্ঞতা – "
- হারানো মুক্তার হার – "
- পড়তে পড়তে অনেক জানা –আবদুল মান্নান তালিব
- মা আমার মা – "
- কে রাজা – "
- মানুষ এলো কোথায় থেকে – "
- এসো নামায শিখি –মুফতী আবদুল মান্নান
- জোসনা মাখা চাঁদ –সাজ্জাদ হোসাইন খান
- তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে –খলিলুর রহমান মুমিন
- আধুনিক রূপকথা –আনোয়ার হোসেন লালন
- কচি কাঁচার ছড়া –হাসান আলীম
- পরীরাজ্যের রাজকন্যা –শফীউদ্দীন সরদার
- রাজার ছেলে কবিরাজ – "
- ভূতের মেয়ে লীলাবতী – "

www.pathagar.com